১২-০৬-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা জ্ঞান সাগর বাবার কাছে এসেছ - সম্মুখে মিলিত হতে, মেঘেরা ভরপুর হতে, তোমরা এখানে কোনও তীর্থ করতে বা পাহাড়ের হাওয়া খেতে আসো না"

প্রশ্নঃ- গৃহস্থে থেকে কিভাবে চললে এভারহেলদী হয়ে যাবে ?

উত্তর :- এভারহেলদী হওয়ার জন্যে সর্বদা বাবা-বাবা করতে থাকো। বাবা তোমার সঙ্গেই খাই, তোমার সঙ্গেই বেড়াই ... সব কিছু বুদ্ধি দ্বারা বাবার কাছে অর্পণ করে দাও। এমন ভেবে নাও যে আমরা শিববাবার লালন পালনে রয়েছি। কোনও জিনিসের প্রতি মমত্ব যেন না থাকে। অর্পণ করে তাঁর আদেশ অনুযায়ী ভোজন গ্রহণ কর তাহলেই সব পবিত্র হয়ে যাবে এবং তোমরা এভারহেলদী হয়ে যাবে।

গীত :- দূর দেশের নিবাসী এসেছেন পরদেশে ...

ওমশান্তি। দূর দেশের নিবাসীর সঙ্গে বাচ্চারা দেখা করতে এসেছে। বাচ্চারা কোনো তীর্থে আসেনি বা পাহাড়ে হাওয়া খেতে আসেনি। মানুষ পাহাড়ে যায় হাওয়া খেতে। কিন্তু বাচ্চারা এখানে আসে মাতা পিতার সঙ্গে দেখা করতে। এই কথা তো জানো যে মাতা পিতা দুরদেশের নিবাসী আসেন অন্যের দেশে। কেন আসেন ? স্বর্গ রচনা করতে। ওঁনার সঙ্গে দেখা করতে বিভিন্ন গ্রাম থেকে, দূর দেশ থেকে বাচ্চারা আসে। বিদেশ থেকেও আসবে। কেন ? কোনো জিনিস দেখতে নয়। আত্মা বা জীবাত্মা আসে মাতা পিতার সঙ্গে দেখা করতে। মাতা পিতাও হলেন দূরদেশের নিবাসী। এখন তোমরা কার সম্মুখে বসে আছ ? মাতা পিতার সম্মুখে, যাঁর কাছে স্বর্গের সুখ প্রাপ্ত হবে কিন্তু ওঁনার মতানুসারে চললে। তাই শ্রীমতের এত গায়ন। ভগবানুবাচঃ শ্রীমতের গায়ন আছে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের শ্রীমতের গায়ন নেই । সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মাতা পিতা যাঁর গায়ন করা হয়। এই সৃষ্টির রচয়িতা মাতা পিতার আহবান করে যে এই পতিত দুনিয়ায় এসে আমাদের পবিত্র করুন। এখন তিনি এই অন্যের দেশে এসেছেন। তোমরাও অন্যের দেশে বসে আছ। এ হল রাবণের দেশ। এই অকাসুর, বকাসুর, পুতনা, সূর্পনখা, হিরণ্যকাশ্যপ ইত্যাদি সব এই মনুষ্য সৃষ্টির মানুষদের বলা হয়েছে। অসুরদের কোনো অন্য রূপ নেই। না-ই দেবতাদের অন্য কোনো রূপ আছে, না-ই চারটি ভূজা আছে। তারাও মানুষ, দেবতারাও মানুষ। কিন্তু দেবতাদের পবিত্র দেশে পুনর্জন্ম হয়েছিল।

সত্যযুগ-ত্রেতা হল ঈশ্বরের বাস স্থান। স্বর্গে আসা অর্থাৎ নিজের ঘরে আসা। এখন আছ অন্যের ঘরে রাবণের ঘরে। তাই বাবা এসে তোমাদের রাবণের ঘর থেকে মুক্ত করেন, উদ্ধার করেন। অর্ধকল্প তোমরা মায়ার দেশে পুনর্জন্ম নাও। সত্যযুগ-ত্রেতা হল রাম রাজ্য অর্থাৎ ঈশ্বরের রাজ্য কারণ ঈশ্বর স্থাপনা করেন। অর্ধকল্প সেখানে পুনর্জন্ম হয়। অর্ধকল্প রাবণের রাজ্যে পুনর্জন্ম হয়। এখন বাচ্চারা বুঝেছে যে আমরা কার সম্মুখে বসে আছি। ইনি হলেন টিচারও, সদগুরুও। তোমরা মাতারা টিচারও হও, সদগুরুও হও। তোমরাও পড়াও - মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করার জন্যে। এখন তো তোমরা অসুরী সম্প্রদায় থেকে দৈবী সম্প্রদায়ে পরিণত হচ্ছ। তোমাদের কাঁটা থেকে ফুল করতে বাবা এই রথে চেপে এসেছেন। ইনি তো বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করতে অন্য দেশেও যান কারণ ইনি হলেন চৈতন্য জ্ঞান সাগর। জড় সাগর নন যে নিমজ্জিত হবেন । না, ইনি

হলেন চৈতন্য। গায়ন আছে - আত্মা পরমাত্মা পৃথক আছে বহুকাল... তাই পরমাত্মাও আসেন। তাই ওঁনার সঙ্গে মিলিত হতে আত্মারাও আসে। কত জায়গা থেকে বাচ্চারা আসে। বাবাও পরিক্রমা করেন। ভক্তজন যেখানে সেখানে মন্দির নির্মাণ করেছে। যেমন ক্রাইস্টের জড় চিত্রও তৈরি করে। এখন তিনি হলেন দেহধারী আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করও হলেন দেহধারী। সকলের মধ্যে উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান, ওঁনার নিজস্ব শরীর নেই। ওঁনাকে সবাই পিতা বলে সম্বোধন করবে। পরম পিতা গড ফাদার। ওঁনার না তো স্থূল শরীর আছে, না আছে সূক্ষ্ম শরীর। আসেনও নিশ্চয়ই। কিভাবে আসেন ? এইসব সবাই ভুলে গেছে। এমন তো বলা হবেনা কৃষ্ণ হলেন পতিত পাবন। না কৃষ্ণের দেহে এসে পবিত্র করেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ ভুল হয়ে গেল। কৃষ্ণের মুখ দিয়ে কি রচনা করেছেন ? দেবতাদের ? না। প্রথমে তো ব্রাহ্মণ চাই। তার জন্যে ব্রহ্মা থাকা উচিত। নাহলে ব্রহ্মার অকুপেশন কি ? কৃষ্ণের নাম লিখলে ব্রহ্মার বায়োগ্রাফি লুপ্ত হয়ে যায়। কৃষ্ণ দ্বারা সত্যযুগের স্থাপনা হয়েছে ফলে ব্রহ্মার অকুপেশন লুপ্ত করে দিয়েছে। কিন্তু তোমরা বাচ্চারা জানো যারা এখানে আসো, বাকি যারা জানেনা তারা ভাবে এইটিও একটি সৎসঙ্গ যেখানে গীতা শোনানো হয়। কিন্তু এখানে শোনাচ্ছেন কে - এই কথা তোমরা বাচ্চারা জানো। জ্ঞানের সাগর মোস্ট বিলাভড মাতা পিতা শোনাচ্ছেন। কত মিষ্টি, কত প্রিয় তিনি! তোমরা কোনো মানুষকে মিষ্টি বলতে পারোনা কারণ সবাই হল কটু বিকারী। বাবা তাদের পবিত্র করছেন। সুতরাং উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান। এর পরে যে মানুষ চলে গেছেন তারা হলেন লক্ষ্মী নারায়ণ ও সীতা রাম। এখন তো তারাও হলেন পতিত। যতক্ষন বাবা এসে পবিত্র না করছেন ততক্ষণ সব পতিত দুঃখী থেকে যায়। যেমন মানুষ বলে - কলিযুগ হল হাজার বছরের, সে তো অসম্ভব। মহাভারী লড়াই সামনে দাঁড়িয়ে আছে, যার দ্বারা মুক্তি-জীবনমুক্তির গেট খুলে যায়, ততক্ষণ কেউ মুক্তি-জীবনমুক্তিতে যেতে পারেনা। সবাই এখানে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। যেন এক ভুল-ভুলাইয়া বা গোলকধাঁধা । সবাই হোঁচট খেতে থাকে। দ্বার খুঁজে পায়না। সবাই চায় মুক্তি-জীবনমুক্তির গেট প্রাপ্ত হোক। কারো মৃত্যু হলে ব'লে স্বর্গবাসী হয়েছে। কিন্তু এইটি তো হল নরক। স্বর্গে তখনই যাওয়া সম্ভব যখন বাবা আসবেন, রাজ যোগ শেখাবেন, তবেই রাজা পদ বা প্রজা পদ প্রাপ্ত হবে। এই হল উপার্জন। বলা হয় কিনা - কি এমন কর্ম করেছে যে অমুক এত বিত্তবান হয়েছে। অর্থাৎ সত্যযুগের দেবতারা কি কর্ম করে কবে এই উপার্জন করেছে যে এমন স্বরূপ প্রাপ্ত করেছে ? নিশ্চয়ই কলিযুগের অন্ত সময়ে করেছে তবে সত্যযুগে ফল প্রাপ্ত হয়ে হয়েছে। এখন তোমরা জানো আমরা এমন উপার্জন করছি, যার দ্বারা স্বর্গের মালিক হব। এর রেজাল্ট অবশ্যই তোমরা স্বর্গে ভোগ করবে। এখন তোমরা কলিযুগ ও সত্যযুগের সঙ্গমে আছো। তাদের অন্য যুগ করে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি বাবা বুঝিয়ে দেন। বলেন - বাচ্চারা, এখন যে কর্ম আমি তোমাদের শেখাই সেই কর্ম কর। একে কলিযুগ বলা যাবেনা, সঙ্গম যুগের বিষয়ে কারো জানা নেই। যখন সত্যযুগ থেকে ত্রেতা হয় তখনও কেউ জানতে পারেনা যে সত্যযুগ ও ত্রেতার সঙ্গম পার হচ্ছে। এইসব পরে গায়ন হয় সত্যযুগে অমুকের রাজত্ব ছিল, ত্রেতায় অমুকের। দ্বাপরে দেবী দেবতারা বাম মার্গে প্রবেশ করে, এইসব এখন তোমরা জেনেছ। এই জ্ঞান কারো কাছে নেই। তোমরাই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি অধ্যয়ন কর। তোমাদের কাছে মুখ্য উদ্দেশ্য আছে। দুনিয়ায় যে গীতা পাঠশালা গুলি আছে সেখানে বেদ-শাস্ত্র পঠন হয়। মুখ্য উদ্দেশ্য কিছু নেই। স্কুল কলেজকে পাঠশালা বলে। সেসব পড়াশোনা হল সোর্স অফ ইনকাম। সুতরাং তোমাদের কাছে মুখ্য উদ্দেশ্য আছে যে এই পড়ার আধারে তোমরা পবিত্র হয়ে মুক্তি ধামে যাবে। সেখান থেকে পার্ট করতে সত্যযুগে আসবে। তোমাদের সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত কি পার্ট প্লে করতে হবে - সেসব তোমাদের জ্ঞান আছে। তোমরা মেঘ এখানে ভরপুর হতে এসেছ । ২১ জন্মের

সোর্স অফ ইনকাম অর্জন করতে এসেছ। সর্বোচ্চ শিক্ষা তাই সর্বোচ্চ একমাত্র ভগবান এই শিক্ষা প্রদান করেন। বাকিরা সবাই হল ভাই বোন। ব্রহ্মা সরস্বতী, শঙ্কর পার্বতী, বিষ্ণু সবাই হলেন ভগবানের সন্তান। সন্তানরা সন্তানের কাছে বর্সা প্রাপ্ত করেনা। বর্সা প্রাপ্ত হয় পিতার কাছে। যে যেরকম পুরুষার্থ করবে সেরকম বর্সা প্রাপ্ত করবে। এবং এই পুরুষার্থ হল খুব সহজ। আচ্ছা, এত জ্ঞান যদি না শোনাতে পারো তবে তিনটি পায়ের সম পৃথিবী নিয়ে ছোট কামরায় গীতা পাঠশালা খুলে দাও ! বোর্ডে লিখে দাও -এসে বাবার কাছে ২১ জন্মের বর্সা প্রাপ্ত করো। ছোট বোর্ড লাগাও। তাতে লেখ যে ২১ জন্মের জন্যে স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত করা তোমার জন্মগত অধিকার। ইচ্ছে হলে এসে জিজ্ঞাসা করো। তোমরা যাঁদের মাতা পিতা বল তাঁরা হলেন স্বর্গের রচয়িতা তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত হওয়া উচিত। তিনি বলেন বাচ্চারা নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো এবং অন্য সব কিছু ভুলে যাও। ব্রহ্মাবাবার সঙ্গে থেকে, এনাকে সামনে দেখে বুদ্ধি সেখানে যুক্ত করতে হবে। বাবার আদেশ মাথায় করে রাখা উচিত তাইনা ! বাবা নির্দেশ দেন - বাচ্চারা, এবারে বিষের ধান্দা বন্ধ কর। অন্য কাউকে বলেন না, শুধু বাচ্চাদের বোঝান। বাইরের কেউ এখানে সভায় এসে বসতে পারবেনা। যতক্ষণ সাত দিন এসে না বুঝবে। কাহিনী আছে না - ইন্দ্রপ্রস্থে পোখরাজ পরী এক পতিত মানুষকে নিয়ে এসেছিল বলে দন্ড ভোগ করেছিল। অতএব এমন নিয়ম নেই। যতক্ষণ সাত দিনের ভাট্টিতে প্রবেশ হয়নি এখানে বসতে পারবে না। ভাট্টিতে স্বচ্ছ না হয়ে বসতে পারবেনা। হ্যাঁ, কোনো বিশেষ ব্যক্তি দেখা করতে এলে, একটু কিছু শুনে যদি সকালের ক্লাসে আসতে চায় তবে সিনিয়র টিচারের অনুমতি নিয়ে তাকে আসতে জানাবে। প্রথমে দেখতে হয় যদি ভালো লোক হয় তবে উল্টো কথা বলবেনা তখন আগে একটু বুঝিয়ে তারপরে ক্লাসে আসার অনুমতি দিতে হয়।

তোমরা সবাইকে বোঝাও যে ইনি হলেন আমাদের মাতা পিতা যাঁর কাছে স্বর্গের সুখ প্রাপ্ত হয়। ইনি হলেন পিতা, টিচার, সদগুরু । তোমরা যেন তিনটি ইঞ্জিন পেয়েছ। এই সময়ে তিনজনকে একত্রে পাওয়া হয়। সেখানে তো আলাদা হয়। প্রথমে পিতা তারপরে টিচার এবং বৃদ্ধ অবস্থায় গুরু প্রাপ্ত হয়। তোমরা এখন কার লালন পালনে আছ ? শিববাবার কারণ তোমাদের কাছে যা কিছু আছে সেসব শিববাবাকে অর্পণ করেছ। তোমাদের লালন পালন এখন যেন শিববাবার ভান্ডার থেকে হচ্ছে। তোমরা নিজের সবকিছু শিববাবাকে দান করেছ। এখন ওঁনার কাছেই তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ হয়। খুব পবিত্র অন্ন প্রাপ্ত হয়। এমন কখনও হয়না যে কেউ দান করলে সেসবের দ্বারা তার পালনা হবে। সে তো যাকে দান করা হয় সেসব সে খেয়ে নেয়। এখানে তো তোমরা শিববাবাকে দান কর সেসব কত পবিত্র হয়ে যায়! এর দ্বারা তোমাদের-ই লালন পালন হয়। বাবা বলেন বাড়িতে থেকে এমন ভাববে যে সব কিছু হল বাবার। এমন চিন্তা করে ভোজন করলে যথাযথভাবে তোমরা শিববাবার ভান্ডার থেকেই ভোজন গ্রহণ করছ । এতে কোনো মমত্ব নেই। সবকিছু বাবার ভাবছ। বাবার দেওয়া সবই। বাবাকে অর্পণ করা হয়েছে। ওঁনার আদেশ অনুযায়ী ভোজন গ্রহণ করি। যদিও বসে আছ ঘরে তবুও শিবের ভান্ডার থেকেই ভোজন গ্রহণ কর। তোমরা বলো কিনা তোমার সঙ্গে খাই ..... তোমার সঙ্গে বেড়াই । বাবা-বাবা বললে ওঁনার সঙ্গে যোগ যুক্ত থাকবে। এভারহেলদী হয়ে যাবে। এই হল হেলদী হওয়ার স্যানেটোরিয়াম (আরোগ্য নিকেতন)। ওই সানেটোরিয়ামে সারা জীবন থাকা যায় না । কিছু সময় থেকে তারপরে ফিরে যেতে হয়। এখানে তো তোমরা বসে আছ। এভারহেলদী হও ২১ জন্মের জন্যে। এখানে আসো কেন ? অর্ধকল্পের জন্যে এভারহেলদী, এভারওয়েলদি, এভারহ্যাপি হতে। এই ইচ্ছা নিয়ে আসো তাইনা। এখানে হাওয়া খেতে বা তীর্থ করতে

তো আসোনা তাইনা। এখানে আসো শিববাবার কাছে। বাবাও আসেন অন্যের দেশে, অন্যের দেহে। গীতায় যে গায়ন আছে, তা কিছু তো ঠিক হবে। বাবাকে আসার জন্যে আহবান করে। ফলেই ওঁনাকে পতিত থেকে পবিত্র করতে অবশ্যই আসতে হয়। পতিত তো পরমধামে ওঁনার কাছে যাবেনা, পবিত্র হতে। যেতেই পারবেনা। প্রত্যেকটি ভক্তের আত্মা আহবান করে বাবা এসো । বাবা বলেন আমি আসি সকলের গতি সদগতি করতে। সর্বের উপরে দয়া করেন যিনি, সর্বদয়া হলেন একমাত্র বাবা তাইনা। কি দয়া করেন ? শ্রীমৎ দেন। শ্রীমৎ হল বিখ্যাত। যার অনুসারে চললে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ স্বর্গের মালিক হবে। তারপরে যে যতখানি নির্দেশ অনুযায়ী চলতে পারে। কোনও কষ্ট তো দেওয়া হয়না - হঠ যোগ করতে অথবা তীর্থে গিয়ে ধাক্কা খেতে বলা হয়না। আমেরিকা হোক বা ফিলিপাইন .... যেখানেই থাকো গৃহস্থে তো থাকা উচিত। কিন্তু পদ্ম ফুলের মতন থাকতে হবে। জনক রাজার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় । তোমাদের হল রাজ যোগ। তারা তো বলবে স্বর্গের সুখ তো কাগ বিষ্ঠা সম। কিন্তু ভারতের রাজ যোগ হল বিখ্যাত। এই বিষয়ে কেউ জানেনা। প্রাচীন যোগ তো প্রাচীন বাবা-ই শেখাবেন। গীতা বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি সব হল ভক্তি মার্গের সামগ্রী। ঝাড় পূর্ণ হবেই, তারপরে এই ঝাড় আবার সবুজে পরিণত হবে। সুতরাং তোমরা এসেছ মাতা পিতার কাছে রিফ্রেশ হতে এবং প্রতি ক্ষণে আসবে কারণ সম্মুখে আনন্দ বেশি। এখানে সদাকালের জন্যে বসা যাবেনা। নিয়ম নেই। নিজের গৃহস্থ ব্যবহার অবশ্যই পালন করতে হবে।

বাকি এই পাঠশালা এখন অনেক বৃদ্ধি হবে। এই বাধা বিঘ্ন ইত্যাদি না হলে তো সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে তাই বিঘ্ন আসে। পাঁচ হাজার একত্রে বসে কিভাবে পড়বে, তাই লিমিট আছে, বাবা যাতে সম্মুখে তাদের দেখতে পান। বাবা তো আত্মাদের দেখেন, তাইনা। শরীর দেখেন না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে তো শরীর ভুলে যাবে। চুম্বক কিনা। যার ফলে আন-কনসাস হয়ে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ, স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) উঁচু লক্ষে পৌঁছাতে পিতা-শিক্ষক-গুরু রূপে আমরা তিনটি ইঞ্জিন পেয়েছি - সদা এই স্মৃতিতে এগিয়ে যেতে হবে।

২) বুদ্ধি দ্বারা সব কিছু বাবার কাছে অর্পণ করে ওঁনার লালন পালনে থাকতে হবে। খুব মিষ্টি পবিত্র হতে হবে। পতিত ভাবের কটুতা থেকে মুক্ত হতে হবে।

বরদান :- সঙ্গম যুগের এই নতুন যুগে প্রতি সেকেন্ড নতুনত্ব অনুভবকারী ফাস্ট পুরুষার্থী ভব

ব্যাখা: সঙ্গম যুগে সবকিছু নতুন হয়ে যায়, তাই এই সময়কে নতুন যুগও বলা হয়। এখানে ওঠা, বসা , চলা, বলা সবই নতুন। নতুন অর্থাৎ অলৌকিক। স্মৃতিতে নতুনত্ব এসে যায়। কথা গুলো নতুন, মিলন নতুন, দর্শন নতুন। একে অপরকে দেখলে আত্মা, আত্মাকে দেখবে, দেহকে নয়। ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টি দ্বারা সম্পর্কে আসবে, দৈহিক সম্বন্ধে নয়। এমন প্রতি সেকেন্ড নিজের মধ্যে নতুনত্বের

অনুভব করা, এক সেকেন্ড পূর্বে যে অবস্থা ছিল পরের সেকেন্ডে সে অবস্থা নয়, বরং তার থেকেও এগিয়ে, একেই ফাস্ট (তীব্র) পুরুষার্থী বলা হয়।

স্লোগান – পরমাত্ম প্রেম দ্বারা জীবনে সদা অতীন্দ্রিয় সুখ ও আনন্দের অনুভূতি করা-ই হল সহজ যোগ ।